কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উমরা করার নিয়ম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ধাপে ধাপে বিবরণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

৪, ৫, ৬. তাওয়াফ করা, মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকআত সালাত আদায় ও জমজমের পানি পান করা

৪. তারপর যখন কা'বার কাছে পৌঁছবেন তখনি তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবেন। হাজরে আসওয়াদের কাছে যাওয়ার পর তার দিকে ফিরবেন, সম্ভব হলে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবেন এবং চুমু খাবেন, ভীড় করে মানুষকে কষ্ট দিবেন না। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময়ে বলবেন :

بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ

(বিসমিল্লাহে ওয়াল্লাহু আকবার)

অথবা বলবেন :

اللهُ أَكْبَرُ

(আল্লাহু আকবার)

যদি হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়া কষ্টকর হয় তাহলে হাত অথবা লাঠি দিয়ে স্পর্শ করার পর যে বস্তু দিয়ে স্পর্শ করেছেন তাতে চুমু খাবেন, আর যদি স্পর্শ করাও কষ্টকর হয় তবে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে বলবেন:

اللهُ أَكْبَرُ

(আল্লাহু আকবার)

তবে এ অবস্থায় হাত বা যা দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন তাতে চুমু খাবেন না।

মনে রাখবেন, তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো ছোট বড় সকল প্রকার নাপাকী হতে পবিত্র অবস্থায় থাকা; কেননা তাওয়াফ সালাতের মতো, শুধুমাত্র তাওয়াফের সময় কথা বলার অনুমতি আছে।

৫. তাওয়াফ করার সময় আল্লাহর ঘর কা'বাকে বাম পার্শ্বে রাখবেন এবং সাত চক্কর কা'বার চারদিকে তাওয়াফ করবেন। যখন রুকনে ইয়ামানীর কাছে আসবেন তখন সম্ভব হলে তা ডান হাতে স্পর্শ করবেন। কিন্তু রুকনে ইয়ামানীকে চুমু খাবেন না। যদি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তবে ছেড়ে সামনে চলে যাবেন এবং তাওয়াফ করতে থাকবেন, কোনো প্রকার ইশারা বা তাকবীর দিবেন না ; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণিত হয়নি। কিন্তু হাজরে আসওয়াদের নিকট যখনই পৌঁছবেন তখনি তা স্পর্শ করবেন এবং চুমু খাবেন এবং তাকবির বলবেন, (যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে), যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তবে সে দিকে ইশারা করবেন এবং তাকবীর বলবেন।

এ তাওয়াফের মধ্যে পুরুষদের জন্য সুন্নাত হলো এদতেবা‘ করা অর্থাৎ গায়ের চাদরের মধ্যভাগকে ডান বোগলের নিচে দিয়ে দু’পার্শ্বকে বাম কাঁধের উপর রাখা। তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করাও পুরুষদের জন্য সুন্নাত। রমল হলো ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটা।

তাওয়াফ করার সময়ে সুনির্দিষ্ট কোনো দো‘আ বা যিকির নেই, প্রত্যেক চক্করেই ইচ্ছামত শরীয়তসম্মত যিকির ও দো‘আ পাঠ করা মুস্তাহাব। তবে তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের মধ্যে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তীস্থানে নিম্নলিখিত দো‘আ পড়া সুন্নাত:

[رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة:201﴾

(রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা ‘আযাবান-নার)

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।” [সূরা আল-বাকারা: ২০১]

সম্ভব হলে তাকবীর সহ হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ও চুমু দেয়ার মাধ্যমে সপ্তম চক্কর শেষ করবেন, কিন্তু সম্ভব না হলে পূর্বের মতো শুধু ইশারা এবং তাকবীর পড়লেই যথেষ্ট।

তাওয়াফ শেষ করার পর গায়ের চাদর ভালো করে পরিধান করে নিবেন, অর্থাৎ কাঁধে এবং বুকে কাপড় দিয়ে নিবেন। এদতেবা‘ অবস্থায় থাকবেন না। তারপর সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে কিছুটা দূরে হলেও দু’ রাকাত সালাত পড়বেন। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মসজিদের যে জায়গায় সম্ভব সেখানেই সালাত পড়বেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে قل يا أيها الكافرون (সূরা কাফিরূন) এবং দ্বিতীয় রাকাতে قل هو الله أحد (সূরা ইখলাস) পড়া উত্তম। অন্য কোনো সূরা পড়লেও কোনো দোষ নেই। এ দু’রাকাত সালাতের পর যদি হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়া সম্ভব হয় তবে তা করবেন।

---

৬. অতঃপর সালাত শেষে জমজমের পানি পান করে সাঈ করার জন্য সাফা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দিবেন। (হাদিসবিডির পক্ষ থেকে সংযুক্তি)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=15082

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন